লোক-লোকান্তর

আল মাহমুদ

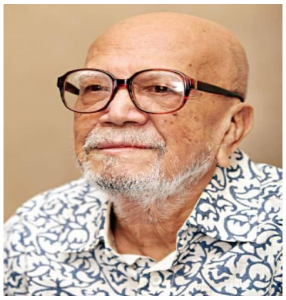

কবি-পরিচিতি

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ। তাঁর পিতা আদুর রব মীর ও মাতা রওশন আরা মীর। আল মাহমুদ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লেখাপড়া করেছেন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গঠিত ভাষা-কমিটির প্রচারিত লিফলেটে তাঁর চার লাইন কবিতা ছাপা হয় এবং সে-কারণে পুলিশের হয়রানিতে ঢাকায় পলায়ন করেন ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার সমাপ্তি ঘটে। তিনি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে *দৈনিক মিল্লাত*, *সাপ্তাহিক কাফেলা* ও *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় কাজ করেছেন এবং পরে *দৈনিক গণকণ্ঠ* ও *দৈনিক কর্ণফুলী* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে অবসরে যান। আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ভাটি-বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ দৃশ্যপট, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের কর্মমুখর জীবন চাঞ্চল্য ও নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে অবলম্বন করে কাব্যসাধনা করেছেন। তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় লোকজ ও আঞ্চলিক শব্দের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যেও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ:

কাব্যগ্রন্থ : *লোক-লোকান্তর* (১৯৬৩), *কালের কলস* (১৯৬৬), *সোনালী কাবিন*(১৯৬৬), *মায়াবি পর্দা দুলে ওঠে* (১৯৭৬), *অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না* (১৯৮০), *বখতিয়ারের ঘোড়া* (১৯৮৬), *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* (১৯৮৭);

ছোটগল্প : *পানকৌড়ির রক্ত* (১৯৭৫), *সৌরভের কাছে পরাজিত* (১৯৮২), *গন্ধবণিক* (১৯৮৮), *ছোট বড়* (২০০৬);

উপন্যাস: *ডাহুকী* (১৯৯২), *কবি ও কোলাহল* (১৯৯৩), *নিশিন্দা নারী* (১৯৯৫), *আগুনের মেয়ে* (১৯৯৫);

শিশুতোষ : *পাখির কাছে ফুলের কাছে* (২০০2)।

ভূমিকা

'লোক-লোকান্তর' আল মাহমুদ রচিত 'লোক লোকান্তর' কাব্যের নামকবিতা। এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। কবির উল্লেখযোগ্য সনেটের মধ্যে এটি একটি। এর অষ্টকে বাংলার অপরূপ রূপের সঙ্গে কবির সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। আর ষটকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা এবং সৃষ্টকর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- 'লোক-লোকান্তর' কবিতা অবলম্বনে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে কীভাবে পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবিতার আসন্ন বিজয়ের মধ্য দিয়ে কবির বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনা কীভাবে প্রশমিত হয়েছিল, তা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;
মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।
তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আমরা চেতনাযেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে একচন্দনের ডালে

–কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। এই চন্দন সুগন্ধি কাঠের গাছ। আর এর ফুল ঝাল-মিষ্টি লবঙ্গ। কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত।

আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে

–কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলা, দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। এ যেন চিরায়ত বাংলার রূপ। যতদূর চোখ যায়, কেবল চোখে পড়ে বাংলার অফুরন্ত রং। তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল– এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির নিসর্গ-উপলব্ধির অনিন্দ্যপ্রকাশ। আর সেই সমবেত সৌন্দর্যের তন্ত্রে-মন্ত্রে, রহস্যময়তায় ভরে উঠেছে কবির সৃষ্টি।

আসন্ন– আগত প্রায়, নিকটবর্তী।
চন্দন– স্বনামখ্যাত সুগন্ধি কাঠ বিশেষ ও তার গাছ।

তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

–সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর তখন থাকেন না। তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার।

পরাগ– ফুলের রেণু।

মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার।

–চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির ওপরে-নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা। প্রকৃতির এই রহস্যময়-সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির ঠোঁট, অস্তিত্বের স্বরূপ, কাব্যভাষা।

লোকান্তর– ভিন্ন জগৎ, অন্যলোক।

শাদা– সাদা, সফেদ।

সারসংক্ষেপ

কবি আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। এ কবিতায় কবি নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম করে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন কাব্যচেতনার স্বরূপ। কবি সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। কবির কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, চেতনার রং-রূপ-রেখা। এ কবিতায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা কবিকে কাতর করে, আহত করে। তবু কবি সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী। পৃথিবীর কোনো নিয়ম-কানুন, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, লোকালয়, কোনো বিধিবিধানের অধীনে তিনি আর থাকেন না। তিনি বিচিত্র টানাপোড়েন এবং জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ হন কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার। এ কবিতায় কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। কবি সৃষ্টির এই আনন্দের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কী?

ক. মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ　　খ. মীর আবদুস শুকুর মাহমুদ
গ. মীর আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ　　ঘ. মীর শুকুর আল মাহমুদ

২. 'লোক-লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর চেতনাকে পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?

ক. পাখির মতো প্রাণবন্ত　　খ. পাখির মতো ডাকাডাকি করে
গ. পাখা পেয়েছে বলে　　ঘ. চেতনা উড়ন্ত বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত
অশেষ অনুভব নিয়ে পুলকিত স্বচ্ছলতা।

৩.উদ্দীপকের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. চিত্রকল্প নির্মাণে　　খ. শব্দ বিন্যাসে
গ. আঙ্গিকে　　ঘ. অনুপ্রাস সৃষ্টিতে

৪. উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

i. প্রকৃতিপ্রীতি
ii.জীবন সংগ্রাম
iii. টানাপোড়েন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii — খ. ii ওiii

গ. i ও iii — ঘ. i,ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫.বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে?

ক. উঁচু বৃক্ষশাখা — খ. চন্দনের ডাল

খ. বন্য পানলতা — ঘ. গাছের নিচু ডাল

৬. 'ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি' এখানে 'বাঁধুনি' বলতে বোঝানো হয়েছে−

ক. সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা — খ. মনকে বেঁধে রাখা

গ. চেতনাকে আটকে রাখা — ঘ. রাজনীতির জটিল বন্ধন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কোন চরণের?

ক. মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি — খ. চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরি

গ. আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি — ঘ. কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কবিতা রচনার অন্তরালে কাজ করে এক সৃষ্টিশীল গতিময় প্রেরণা। তখন কবির কাছে সমাজ, সংসার, ধর্ম সব কিছুই অন্যরকম মনে হয়।

৮. উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে−

i. কবিতা সৃষ্টির গুরুত্ব

ii. কবিতার জন্মকথা

iii. কবির কল্পনাপ্রবণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.i — খ. ii

গ. iii — ঘ. i, ii ওiii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

গীতিকবিতার একটি বিশেষ প্রকরণ সনেট। সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি এবং প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দটি মাত্রা থাকে। তবে আঠারো মাত্রার সনেটও প্রচলিত রয়েছে। সনেটের প্রথম আট পংক্তির স্তবককে অষ্টক এবং শেষ ছয় পংক্তির স্তবককে ষটক বলা হয়। অষ্টকে থাকে ভাবের প্রবর্তনা আর ষটকে তার পরিণতি। অষ্টক আর ষটক মিলিয়ে সনেটে একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা বিকশিত হয়।

ক. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কোনটিকে সাদা পাখি বলা হয়েছে?

খ. সমাজ-সংসার কখন তুচ্ছ হয়ে ওঠে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পংক্তিবিন্যাস 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে? −আলোচনা করুন।

ঘ. "আল মাহমুদ রচিত 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটিকে একটি সনেট হিসাবে বিবেচনা করা যায়।" −উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি তাঁর চেতনাকে সাদা পাখি বলেছেন।

খ.

কবির কাছে যখন তাঁর চেতনার জগৎ একমাত্র সত্য হয়ে উঠে তখন সমাজ-সংসার সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি আল মাহমুদ সৃষ্টিশীল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এখানে তাঁর চেতনার মণি উজ্জ্বল হয়েছে। এসময়ে কবি পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন থাকেন না। এ সময় সমাজ-সংসার সবকিছুই তাঁর নিকট অর্থহীন হয়ে ওঠে। তাঁর নিকট একমাত্র সত্য হয়ে উঠে চেতনার রঙ, চেতনার রূপরেখা। আর কবি পরম আনন্দে গড়ে তোলেন তাঁর প্রেরণার শব্দসৌধ। একেই বলা হয়েছে সমাজ-সংসার তুচ্ছ হয়ে উঠা।

গ.

উদ্দীপকে বর্ণিত সনেটের পংক্তিবিন্যাসের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার পংক্তিবিন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে।

'লোক-লোকান্তর' একটি বিশেষ ধরণের গীতিকবিতা। কবিতাটি একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি আঠার মাত্রার সমন্বয়ে বিশেষ আঙ্গিক ও ছন্দরীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাবগত দিক থেকে এর মধ্যে দুটি স্তবক দেখা যায়– প্রথম আট পংক্তি নিয়ে গঠিত অষ্টকে ভাবের বিস্তার এবং শেষ ছয় পংক্তি নিয়ে রচিত ষটকে ভাবের পরিণতি।

উদ্দীপকে সনেটের গঠন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে একটি আদর্শ সনেটে চৌদ্দটি পংক্তি থাকবে। এই পংক্তিগুলো আট ও ছয় পংক্তির দুটি স্তবকে বিন্যস্ত হয়। আরো বলা হয়েছে সনেটের প্রতিটি পংক্তি সাধারণত চৌদ্দ মাত্রায় গঠিত হয়। তবে আঠারো মাত্রার সনেটেরও প্রচলন রয়েছে। 'লোক-লোকান্তর' কবিতায়ও চৌদ্দটি পংক্তি রয়েছে। এর পংক্তিগুলো আট ও দশ মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত। দুটি পর্ব মিলিয়ে মোট মাত্রা সংখ্যা হচ্ছে আঠারো। যেমন–

মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে ৮+১০=১৮
দোলে বন্য পানলতা সুগন্ধি পরাগে মাখা মাখি ৮+১০=১৮

এছাড়া 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় সনেটের গঠনরীতি অনুযায়ী আট পংক্তির অষ্টক এবং ছয় পংক্তির ষটক-এরও বিন্যাস দেখা যায়। উপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

ঘ.

আল মাহমুদ রচিত 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটিকে একটি সনেট হিসাবে বিবেচনা করা যায়– মন্তব্যটি যথার্থ।

সনেট গীতিকবিতার একটি বিশেষ রূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনা করেন। তিনি সনেটের নাম দিয়েছিলেন চতুর্দশপদী কবিতা। সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি ও মাত্রা থাকে। অবশ্য আঠারো মাত্রার সনেটেরও প্রচলন রয়েছে। সনেটে একজন কবির ভাবকল্পনা অখণ্ডভাবে বিস্তার লাভ করে।

উদ্দীপকে সনেটের গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি ও চৌদ্দটি মাত্রা থাকে। কখনো কখনো অবশ্য আঠারো মাত্রার পংক্তিও পরিলক্ষিত হয়। সনেটের চৌদ্দটি পংক্তি আবার আট ও ছয় পংক্তির দুটি স্তবকে বিন্যস্ত হয়। এর আট পংক্তির স্তবককে অষ্টক ও ছয় পংক্তির স্তবককে ষটক বলা হয়। অষ্টকে থাকে ভাবের বিস্তার আর ষটকে দেখা যায় তার পরিণতি। এভাবে ষটক আর অষ্টক মিলে সনেটে একটি অখণ্ড ভাব দ্যোতনা লাভ করে। কবি আল মাহমুদ রচিত 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় উদ্দীপকে উপস্থাপিত সনেটের গঠন কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্য কবি এ কবিতায় আঠারো মাত্রার পংক্তি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ হিসাবে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার দুটি চরণ উল্লেখ করা যায়–

মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি ৮+১০=১৮
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়। ৮+১০=১৮

উদ্ধৃত পংক্তি দুটোতে আঠারোটি মাত্রা রয়েছে। পংক্তি দুটো আট ও দশ মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত। এছাড়া কবিতায় পংক্তিগুলোর অষ্টক ও ষটকের বিন্যাস রয়েছে।

উদ্দীপকের আলোকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এতে সনেটের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। কবিতায় কবি তাঁর চেতনাকে একটি অখণ্ড ভাবকল্পনায় প্রকাশ করেছেন। এখানে কবির ভাবকল্পনা হচ্ছে জীবনের যত সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস সবই ক্ষণস্থায়ী। কবি সাদা পাখির প্রতীকে তাঁর এই ভাবচেতনাকে অনিন্দ্য সুন্দররূপে উপস্থাপন করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু বিচারে 'লোক-লোকান্তর' একটি সার্থক সনেট।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

সে দিনে দেখিবে স্বপ্ন-
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।

ক. 'লোক-লোকান্তর' কোন জাতীয় কবিতা?
খ.'মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. গ ৮. ঘ